দৈনিক
ইত্তেফাক

1 0 NOV 2008
৩ ৭

ঢাবির প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা ॥ মেয়াদ উত্তীর্ণ সিনেট সিন্ডিকেট দিয়ে চলছে কার্যক্রম

॥ সাইদুর রহমান ॥

দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমবেশী আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে এখনো মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তি দিয়ে চলছে। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং এর কাজে এক ধরনের ধীরগতি বিরাজ করছে। এখানে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে দিনের পর দিন লেগে যায়। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রশাসনও মেয়াদ উত্তীর্ণ সিনেট, সিন্ডিকেট দিয়ে চলছে। সব মিলিয়ে প্রশাসনের কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, শিক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের নির্ভরতা চলে আসছে। আমরা সাধ্যমত এ সুবিধা দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। তবে সিন্ডিকেট ও সিনেটের নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হলেও শিক্ষকদের নির্বাচন পেছানোর অনুরোধে তা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এ নম্বরপত্র ও সার্টিফিকেট তুলতে কমপক্ষে কয়েকদিন লেগে যায়। এখনো পুরাতন প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল কার্য সম্পন্ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেক শাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ সেকশনে এখনো হাতের মাধ্যমে কাজ করা হয়। সেখানে কোন কম্পিউটারের ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসেও দুরবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে কোন নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হাতেকলেখা সেটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাজে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চালিকা শক্তি সিনেট ও সিন্ডিকেটের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে এ মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাস করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ সিন্ডিকেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিয়ম অনুযায়ী সদস্যদের দুই বছর দায়িত্ব পালন করার কথা। সেই অনুযায়ী সিন্ডিকেট সদস্যদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০০৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। এরপরেও দুই বছরের বেশি সময় ধরে সিন্ডিকেট চলছে একই ব্যক্তিদের দিয়ে। সাধারণত ডীন, প্রভোস্ট, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের ভোটে সিন্ডিকেট সদস্যরা নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে ডীনদের ভোটে অধ্যাপক সদরুল আমিন সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। পুনরায় ডীন নির্বাচন সম্পন্ন হলেও সদরুল আমিন এখনো সিন্ডিকেট সদস্য রয়ে গেছেন। প্রভোস্টদের ভোটে রোকেয়া হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক তাজমেরী এসএ ইসলাম নির্বাচিত হয়েছিলেন। এক বছর আগে তার প্রভোস্টের মেয়াদ শেষ হলেও তিনি এখনো সিন্ডিকেট সদস্য। অধ্যাপকদের ভোটে অধ্যাপক কাজী শহিদুল্লাহ সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সহযোগী অধ্যাপক পদে সাদেকা হালিম নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি অধ্যাপক হয়ে গেছেন। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। তিনি ইতিমধ্যে অধ্যাপক হয়েছেন। প্রভাষকদের ভোটে নির্বাচিত হন ড. রহমত উল্লাহ। তিনি ইতিমধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন। নির্বাচন না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের ২৩'র (৩) ধারা অনুযায়ী সিন্ডিকেট চালানো হচ্ছে। এ ধারায় লেখা আছে, পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। অধ্যাদেশে সদস্যদের দুই বছর দায়িত্ব পালনের কথাও বলা আছে। দুই বছর পর নির্বাচনের বিষয়ে বলা আছে অধ্যাদেশে। তারপরও কেন নির্বাচন হচ্ছে না এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক শিক্ষক। এবিষয়ে অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, আমরা ভিসিকে বার বার নির্বাচন দেয়ার কথা বলেছি। তারপরও কেন নির্বাচন দেয়া হচ্ছে না তা জানি না?

পুরনো প্রযুক্তির মাধ্যমে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়

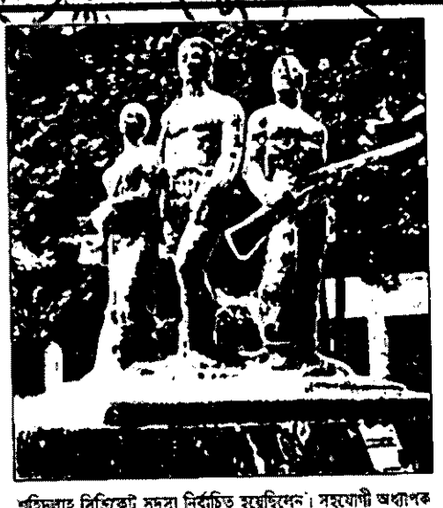

সিনেটের বেহাল দশা

একই অবস্থা বিরাজ করছে সিনেটে। সিনেটের একশ' চারজন সদস্যের মধ্যে ৭৩টি পদই খালি। বাকি ৩১টি পদের মধ্যে যারা আছেন এদের মধ্যে কেউ নির্বাচিত নন। তারা আছেন পদাধিকার বলে বা বিভিন্ন মনোনয়নের মাধ্যমে। শিক্ষক প্রতিনিধির ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যও নেই। রেজিষ্ট্রার গ্রাজুয়েটের ২৫জন সদস্যের মধ্যে সবকটি পদ খালি আছে কয়েক বছর ধরে। ছাত্র প্রতিনিধির পাঁচটি পদ খালি আছে ১৯৯৬ সাল থেকে। নির্বাচন না হওয়ায় স্পীকার কর্তৃক মনোনীত পাঁচজন সদস্যের পদও খালি আছে প্রায় দুই বছর ধরে। এছাড়া প্রেসিডেন্টের মনোনীত পাঁচজন সদস্যের মধ্যে তিনটি পদই খালি আছে। এ অবস্থায় আগামী বাজেট অধিবেশন করতে এক প্রকার সংকটেই পড়তে হবে। ২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে কোরাম হলেও বাজেট অধিবেশন একচেটিয়া হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সিনেট ও সিন্ডিকেট নির্বাচন সময়ের দাবি। কিন্তু দলীয় প্রশাসনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় রয়েছে। যার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সরকার আসলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। সিন্ডিকেটের ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন মাত্র নীল দলের। বর্তমান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনেক অবৈধ সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বরাবরই গতিশীল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিবস, সমাবর্তন, এমেরিটাস পদবী প্রদানসহ তিন নির্বাচন নিয়মিত করা হয়েছে। সিন্ডিকেট ও সিনেট নির্বাচন করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হলেও শিক্ষকরা আগামী নির্বাচনের পরে তা সম্পন্নের কথা বলেছেন। তার জন্য নির্বাচন ঝুলে আছে। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।